মেহেরপুরে পেঁয়াজের দরপতনে দিশেহারা কৃষক

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার উঠতে শুরু করেছে নতুন পেঁয়াজ। পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষিদের মধ্যে বিরাজ করছে হতাশা। গেল এক সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় তাদের মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক ও বর্গা চাষিরা। বাইরে থেকে পেঁয়াজের আমদানি না হলে লোকসানের হাত থেকে রেহায় পাবো।

জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজের দাম প্রতিকেজি ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টাকা আর ফুলকপি ও বাধাকপির গেল ১০ দিন আগেও পেঁয়াজের খুচরা বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। সেসময় চাষিরা লাভের মুখ দেখলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে চাষিদের মুখের হাসি বিলিন। বর্গা চাষিরা অনেকেই বড় ধাক্কা খেয়েছে পেঁয়াজের দর পতনে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসেব মতে জেলায় চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৬৬ হেক্টর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে।
কৃষি বিভাগ উন্নত মানের ফসল আবাদের লক্ষ্যে ১৩ হাজার ৪০০জন চাষীকে পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রণোদনা প্রদান করেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী হয়ে পেয়াজ চাষ করেন।

পেয়াজ চাষী গাংনীর সাহারবাটির তহশিন মেম্বর জানান, তিনি গেল মৌসুমে দুই বিা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছিলেন। পেয়াজের দাম ভাল পাওয়ায় এবার তিনি চার বিঘা জমিতে পেয়াজ আবাদ করেছেন। এক বিঘা পেয়াজ চাষে খরচ হয় অন্ততঃ৩০ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হয় ৫০ থেকে ৫৫ মন। চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষের অর্ধেক খরচ উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।

পেঁয়াজ চাষী কালিগাংনীর মহিবুল জানান, এক কেজি পেঁয়াজ বীজ সাড়ে ৪ হাজার টাকায় কিনেছেন। জমি লীজ ও অন্যান্য খরচসহ মোট উৎপাদন ব্যায় দাড়িয়েছে ২৫ হাজার টাকা। এখন উৎপাদিত পেঁয়াজ আড়তে বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকা মন। আবার চার কেজি অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে।

এতে করে লীজ খরচই উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান হবে তার। তিনি বলেন,বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসলে আমাদের লোকসান হবেনা।

একই কথা জানালেন পেঁয়াজ চাষি ছাতিয়ানের জামিরুল ও আবুল কামাল। তারা বলেন, বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করলে মেহেরপুরের পেঁয়াজে জেলার চাহিদা পুরুন হবে। সেই সাথে চাষিরা পেঁয়াজের দাম পাবে।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলীত মৌসুমে চাষিরা ব্যাপকহারে পেঁয়াজের চাষ করেছেন। তবে পেঁয়াজ ও কপির বাজারে দরপতনে অনেক চাষী লোকসানে পড়বেন।

স্থানীয় বাজার ছাড়াও বাইরে বাজার খোঁজ করা হচ্ছে। চাষীরা যাতে লোকসানে না পড়ে সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

গাংনীতে ডিএপি সার জব্দ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮৮ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেছে কৃষি অফিস। পরে কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের কৃষক ফিরোজুল ইসলাম ওরফে ইদুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ সার জব্দ করা হয়।

গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া ব্লকের উপ-সহকারি কৃষি অফিসার ফরিদ হোসেন ও সোহেল রানা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারগুলো উদ্ধার করেন। এসময় ট্রাক থেকে সারগুলো আনলোড করা হচ্ছিল।

পরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রাসেল রানার তত্বাবধানে জব্দকৃত ডিএপি সার স্থানীয় ৫৩ জন কৃষকের মাঝে সরকারি মূল্যে

বিক্রি করা হয়।

উপজেলা কৃষি সস্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ রাসেল রানা জানান, সারগুলো স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে মজুদ করা হয়নি। এলাকার কিছু কৃষক পার্শ্ববর্তি জেলা থেকে সারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। যেসব কৃষক সারগুলো সংগ্রহ করেছেন তাদের মাঝেই জব্দকৃত সার বিতরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সার সংকট সমাধানে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে সার সংকটের সমাধানে মানববন্ধন করেছেন কৃষকরা। আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ও জেলা যুব দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, ষোলটাকা গ্রামের কৃষক সামছুল হক, বক্তব্যে বলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন যোগদান করার পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অফিস পরিচালনা করে আসছেন। তিনি গাংনী কৃষি অফিসে ২০২৩ বিসিআইসি ডিলারদের সাথে সুবিধা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ করেন। ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার, পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অর্থ, কৃষি খামার যন্ত্রপাতি (মেশিনারীজ) বিক্রয়, বিভিন্ন কৃষি প্রনোদনাসহ প্রদর্শনী প্লটের কেলেংকারী ও নানা অনিয়ম দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে কৃষি কর্মকর্তার দূর্নীতি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৬ বছর এক টানা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার কারনে তাদের অনুগত বিসিআইসি ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট

তৈরী করে কালো বাজারে বেশি দামে সার বিক্রয় করছেন। স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের অনুগত ডিলারগণ সারের কৃত্রিম সংকট করছে বলেও বক্তব্য দেন তারা।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ইমরান হোসেন জানান, সারের কোন সংকট নেই। বিসিআইসি ডিলাররা সার উত্তোলন করে বিএডিসি ও সাব ডিলারাদের মাঝে সরবরাহ করছেন, সার চাষীরা হুচুগে পড়ে একই কৃষক তাদের পরিবারের আইডি কার্ড নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার কিনে রাখছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এমনটা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, সরকারী ভাবে সারের কোন সংকট নেই। যদি কোন ডিলার বেশি দামে সার বিক্রয় করে তাহলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড জাতের ধান বীজ বিতরণ

আলমডাঙ্গায় চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে উচ্চ ফলনশীল অ্যারাইজ আই এন এইচ ১৬০১৯ হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের সামনে এ বীজ বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম।

এসময় উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভিনের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মাহমুদুল হক আলম, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) তৌহিদুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, বিআরডিবির কর্মকর্তা শায়েলা শারমিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখিঁ প্রমূখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, এই ধান বাদামি

ঘাসফড়িং সহনশীল এবং পাতাপোড়া রোগপ্রতিরোধী। ধানটি অধিক ফলন হওয়ায় অধিক লাভবান হবেন চাষিরা।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভিন বলেন, ৫০ জন চাষীর মাঝে ১০০ কেজি ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে আরও বিতরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রণোদনার সার-বীজ পেল সাড়ে ৪ হাজার কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৪ হাজার ৫২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও ভুট্রা ও সরিষার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রেহানা পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মাহমুদুল হক আলম, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) তৌহিদুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, মহিলা তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকার রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪ হাজার ৫২০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪-২৫ মৌসুমে ভুট্রা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি কৃষককে বিঘা প্রতি ২ কেজি ভুট্রা বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি বিঘা সরিষা চাষের

জন্য ১ কেজি সরিষা বীজ ও ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।

দর্শনা ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে সার ও কীটনাশক সংকটে কৃষকরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে টিএসপি সার ও বীজ, মাটিশোধন, কীটনাশক চরম সংকট, সার না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে এলাকার কৃষকরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে কেরু সার গোডাউন এলাকায় সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা।

এ বিষয়ে আখচাষী জিরাট গ্রামের মহাসিন আলী ২ একরসহ ও অন্যান্য গ্রামের কৃষক উজলপুরের রেজাউল ও বাদশা মিয়া ১ একর,আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ২ একর ও একই গ্রামের গোলাম আলী ১ একর ,দক্ষিনচাদপুর গ্রামের বকুল হোসেন ৩ একর,দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম ১ একর আখ লাগাবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

এছাড়া এ সব কৃষকরা জানান একটু সুষ্ক মৌসুম পেলেই আমরা জমি প্রস্তুত করে রেখেছি। কিন্তু কেরু এ্যান্ড কোম্পানীতে সার নিতে এসে সার পাচ্ছি না। আমরা সার না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা আখচাষীরা ইক্ষু রোপন উপযুক্ত সময় হারিয়ে ফেলছি। ফলে একদিকে ব্যায় বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে মাঠের কাজ আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। এই কারনে একদিকে আমাদের ব্যায়ভার বাড়ছে। অন্যদিকে ইক্ষু রোপনের আগ্রহ পাচ্ছিনা এবং আখ লাগাতে মন চাচ্ছে না।

আখচাষীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, প্রতিটা সারের বস্তায় ১কেজি ২ কেজি সার কম দিচ্ছে। ২০২১-২২ সালের পর থেকে আখ চাষ প্রায় ৫ গুন কমে গেছে। পাঁচটি কারণে আখ চাষ কমে যাচ্ছে। সময় মতো মিল থেকে চাষিদের মধ্যে সার বীজ সরবরাহ না করা, মিলে সিডিএ সংকট, বর্তমান বাজার দরের চেয়ে আখের মূল্য কম, উন্নত জাতের আখ না দিয়ে পুরাতন একই জাতের আখ সরবরাহ করা, অন্যদিকে ধান, পাট, ভুট্টার ভালো দাম পাওয়ায় চাষিরা আখ চাষ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে আগামী মাড়াই মৌসুমে মিলটি মারাত্মক আখ সংকটে পড়তে পারে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন।

মিল সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ এ পর্যন্ত আখ রোপণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০২১ থেকে রোপন মৌসুমে মোট ৪ হাজার ৬২৭ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে চিনিকলের ১০টি কৃষি ও পরীক্ষামূলক খামারে মাত্র ৯৮৯ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছে। বাকি মিলজোন এলাকার চাষিরা রোপণ করেছে ৩ হাজার ৬৩৮ একর। যেখানে গত রোপণ মৌসুমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও মিলজোন এলাকার আখচাষিরা মিলে ৮ হাজার ৫৩২ একর জমিতে আখ রোপণ করেছিল। যা এ রোপণ মৌসুমের চাইতে ৩ হাজার ৯০৪ দশমিক ৫০ একর জমিতে কম আখ চাষ হয়েছে।

আখ চাষ কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কেরু চিনিকল আখচাষি কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সহ-সভাপতি ওমর আলী জানান, প্রতিমণ আখের মূল্য ৩০০ টাকা না করলে আখ চাষ সম্ভব না। তাছাড়া গত রোপণ মৌসুমে চাষিরা সময় মতো সার না পাওয়ায় আখ রোপণ অর্ধেকে নেমেছে। এরপর কেরুর কৃষি খামারের জমি কর্তৃপক্ষ আখ রোপণ না করে সাধারণ কৃষকের কাছে লিজ দিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর কেরুতে এবারই প্রথম আখচাষ কম হলো বলে তারা জানালেন।

২০২৪-২৫ মাড়াই মৌসুমে আখ রোপনের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে ৬ হাজার মেট্রিক টন। তার বীপরীতে দণ্ডায়মান আখ আছে কেরুর নিজস্ব জমিতে ২৭ হাজর মেট্রিক টন,পাবলিক আখচাষীদের দণ্ডায়মান আখ আছে ৪৩ হাজার মেট্রিক টন। মোট ৭০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই হবে জানায় জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

এবার কেরু এ্যান্ড কোম্পানী আখের মৃল্য নিধারন করেছে করেছে মন প্রতি ২শ ৪০ টাকা। বর্তমানে সবচেয়ে আখের মৃল্য কম বলে আখ চাষিরা জানায়। চাষীরা আরও বলেন আখের মন যদি ৩শ টাকা করে তাহলে চাষিরা আবার আখ লাগাবে।যদি আখের মৃল্য বৃদ্ধি না করে তাহলে চাষীরা আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

এ বিষয়ে কেরু সার গোডাউন ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান বলেন, টি এস পি সার ও বীজ, মাটিশোধন কীটনাশক সংকট রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার অন্যান্য সারের সাথে ১শ বস্তা টি এসপি বিতরণ করেছি। সার ও কীটনাশক সংকট থাকায় আজ কৃষকদের সার দিতে পারছিনা। তবে সার আশার অপেক্ষায় আছি।

এদিকে জিম কৃষি আশরাফুল হক ভৃইয়ার নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষটি আমরা দেখছি। সার চাহিদার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যে কোন মুর্হতে সার লে আসবে।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, টি এসপিসারের চাহিদা ডিডি করেছি। খুলনা থেকে জানালে আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিবো। তিনি আরও বলেন, বীজ ও মাটিশোধন কীটনাশক চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সরবারহ করে। আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পৌছে যাবে।

মুজিবনগরে কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পেঁয়াজ বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৩ হাজার ৫শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের

সভাপতি মুন্সী ও ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বৃন্দ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৩ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার, ৫০ গ্রাম ওজনের ১পেকেট কীটনাশক এবং ১০০ ফুটের এক পিস পলিনেট বিতরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ড্রাগন বাগানের বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকে কৃষকের প্রাণহানি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক ড্রাগন চাষী চুরি ও পশুপাখি ঠেকাতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকা পড়ে শেখ আব্দুল হালিম (৫০) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের মাজহাট এলাকার বাইলে মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শেখ আব্দুল হালিম ওই এলাকার মৃত শেখ মহিউদ্দীনের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষে থেকে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা প্রস্তুতি চলছিল। ঘটনায় পর থেকেই ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরা পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত ৪ বছর আগে মাজহাট গ্রামের বাইলে পাড়া মাঠে ড্রাগন চাষ করেন একই এলাকার শাজাহান হোসেন মিরা। চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিপাশে বৈদ্যুতিক তার বিছিয়ে রাখেন। আজ শুক্রবার সকালে নিহত শেখ আব্দুল হালিমসহ আরও দুজন প্রতিবেশী জিল্লুর রহমানের কলা বাগানে কাজ করতে যান। সকাল ১০টার দিকে হালিম পানি খাওয়ার জন্য ড্রাগন বাগানে যায়। এসময় ছিটিয়ে রাখা বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এদিকে কৃষক আব্দুল হালিমের মৃত্যুর ঘটনায় ড্রাগন চাষী শাজাহান

হোসেন মিরার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকাবাসী।

আব্দুল জব্বার নামের এক কৃষক জানান, কয়েক মাস আগে চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিদিকে বৈদ্যুতিক তার ছিটিয়ে রেখেছে। সার্বক্ষণিক ওই তারে বিদ্যুৎ থাকে। ড্রাগন মালিক কোন প্রচার কিংবা ব্যানার ফেস্টুন না লাগিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরি করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, আজ শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে নিহত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এঘটনায় তদন্ত চলছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সাড়ে ৮’শ কৃষকের মাঝে কীটনাশক বিতরণ

‘মানুষ-পৃথিবী সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আসুন আমরা একতাবদ্ধ হই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে সাড়ে ৮’শ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে কীটনাশক ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার বারইপাড়া-হাবিবপুর গ্রামের মাঠে এ কীটনাশক বিতরণ করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সাঈদ, মুগ্ধ ও ইয়াসিনের স্বরণে গঠিত ‘এসএমওয়াই’ ফাইন্ডেশনের পক্ষ থেকে ধানের মাজরা পোকা দমনের জন্য এ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। সেসময় ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রোকনুজ্জামান রোকন, কর্মকর্তা মাওলানা ইউনুস আলীসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, ওই এলাকার কৃষকদের আবাদকৃত ধানের মাজরাপোকা দমনের জন্য সাড়ে ৮ হাজার কৃষকের মাঝে পদ্মা অয়েল কোম্পানির ওষুধ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত কীটনাশক দিয়ে ওই এলাকার ৫৬ হাজার শতক জমিতে প্রয়োগ করা যাবে বলেও জানান তারা।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাসকলােইর বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ অফিসার শামসুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ ১০ কেজি ডিএপি ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।